বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওয়ার্ক (বেন)

এবং

দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, এবং পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের সহযোগে আয়োজিত

পরিবেশ সংক্রান্ত সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা এবং করণীয় বিষয়ক জাতীয় সম্মেলন

৯-১০ জানুয়ারি ২০২৬

স্থান: কৃষিবিদ ইন্সটিটিউশান বাংলাদেশ (KIB), কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা ১২১৫

ভূমিকা

অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন সংস্কার কমিশন নিজ নিজ ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে বিভিন্ন সুপারিশ প্রণয়ন করেছে এবং বর্তমানে সেগুলো বাস্তবায়নের প্রয়াস পরিচালিত হচ্ছে। পরিবেশের বিষয়ে কোনো সংস্কার কমিশন গঠিত না হওয়ার ফলে দেশের পরিবেশ সংক্রান্ত পরিস্থিতির কোনো সামগ্রিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা এবং পরিবেশ বিষয়ে আগামীর জন্য কোনো সুচিন্তিত কর্মপরিকল্পনাও গৃহীত হয়নি। কিন্তু দেশের পরিবেশ বিষয়ক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাও বিশেষভাবে তীব্র। বিগত কয়েক দশকের বহু ভ্রান্ত নীতি এবং অদক্ষ ও অসৎ বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু সমস্যা পুঞ্জিভূত হয়েছে যেগুলো মোকবেলা করার জন্য কেবল খণ্ডিত প্রয়াস নয় বরং একটি সামগ্রিক মোড় পরিবর্তন প্রয়োজন। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন বাঞ্ছিত মোড় পরিবর্তনের সঠিক রূপরেখা। পরিবেশ বিষয়ক পৃথক কমিশন গঠিত না হওয়ার ফলে এক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা যথযস্তব পূরণ করে পরিবর্তনের এই রূপরেখা তুলে ধরা প্রয়োজন। আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন এই করণীয়কে আরও জরুরী করে তুলেছে। এই নির্বাচনের জন্য প্রণীত দেশের রাজনৈতিক দলসমূহের ইশতেহারে যাতে পরিবেশের ইস্যু গুরুত্ব পায় এবং পরিবেশের সমস্যাবলী সঠিক সমাধানের প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভুক্ত হয় তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এই দ্বিবিধ প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে বাপা ও বেন কর্তৃক দেশের পরিবেশ-সপক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা সংস্থা, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, পেশাজীবী ও সামাজিক সংগঠন, পরিবেশ-সংরক্ষণে নিয়োজিত বা আগ্রহী প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির সহযোগে আগামী জানুয়ারি ৯-১০ তারিখে রাজধানী ঢাকায় ‘পরিবেশ বিষয়ক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা এবং করণীয়’ শীর্ষক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।

বাপা-বেন লক্ষ করে যে, বাংলাদেশে পরিবেশ বিষয়ক প্রয়োজনীয় সংস্কারকে মূলত দুটি ধারায় অগ্রসর হতে হবে। একটি হলো নীতির সংস্কার, এবং অন্যটি হলো পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন সংস্থার সংস্কার। এই পরস্পর সম্পর্কিত দুই ধারার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা নিম্নরূপ কয়েকটি উদাহরণ থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পানি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাপা, বেন, এবং অন্যান্য পরিবেশবাদী সংগঠন বহুদিন ধরে নদনদীর প্রতি বিদ্যমান 'বেষ্টনী পন্থা'র পরিবর্তে 'উন্মুক্ত পন্থা' অনুসরণের সুপারিশ করে আসছে। কিন্তু বাংলাদেশের পানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বহুলাংশে বেষ্টনী পন্থাই আঁকড়ে থাকছে। সম্প্রতি বাপা, বেন, বড়াল রক্ষা আন্দোলন, এবং অন্যান্য পরিবেশবাদী সংগঠনের দীর্ঘ দুই দশকের প্রয়াস এবং সবশেষে অন্তর্বর্তী সরকারের পানি সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টার বিশেষ উদ্যোগের ফলে পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) চারঘাটে বড়াল নদের মুখে ১৯৮৪ সালে স্থাপিত চার কপাটের স্লুইস গেটের কপাটগুলো অপসারণ করেছে। এই ছোট একটি পদক্ষেপের ফলেই বড়াল নদ প্রাণ ফিরে পেয়েছে এবং গঙ্গা থেকে পানির বিপুল প্রবাহ বড়াল নদে এবং চলন বিল এলাকায় প্রবেশ করছে। দীর্ঘ চার দশক ধরে অবরুদ্ধ বড়ালের এই আংশিক অবমুক্তি স্থানীয় জনগণের নিকট যেন একটি 'অলৌকিক' ঘটনা বলে প্রতিভাত হচ্ছে এবং তা দেখার জন্য চারঘাটে এখন শত শত মানুষের সমাগম হচ্ছে। নদনদীর প্রতি উন্মুক্ত পন্থার উপযোগিতা ও শ্রেষ্ঠত্বের এরূপ চাক্ষুষ প্রমাণ সত্ত্বেও বাংলাদেশের পানি উন্নয়ন বোর্ডের অনেকে যেন সুযোগের অপেক্ষায় আছেন কখন এই কপাটগুলো পুনঃস্থাপিত করে বড়ালের মুখ আবার বন্ধ করা যাবে! এতে প্রমাণিত হয় যে, পানি উন্নয়ন নীতির মৌলিক পরিবর্তন যথেষ্ট হবে না। পানি উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহেরও সংস্কার প্রয়োজন। বেষ্টনী পন্থার প্রতি বাংলাদেশের পানি উন্নয়নের সাথে জড়িত সংস্থাসমূহের আকর্ষণের একটি বড় কারণ হলো বৈষয়িক। কাজেই দেশের নদনদীকে রক্ষা করতে হলে এসব সংস্থার কর্মকর্তাদের প্রণোদনা কাঠামোর পরিবর্তন তথা প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারেরও নিতান্ত প্রয়োজন।

দেশের জ্বালানী ও বিদ্যুৎখাতের দিকে তাকালেও আমরা একই পরিস্থিতি দেখি। কয়েক দশক ধরে বাপা, বেন, তেল-গ্যাস-বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা আন্দোলন, ও অন্যান্য পরিবেশবাদী সংগঠনসমূহ কয়লার পরিবর্তে বিভিন্ন নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহারের প্রতি অগ্রাধিকার প্রদানের দাবী জানিয়ে আসছে। অথচ, সরকার ২০০৮ সালে প্রণীত এবং ২০১৬ সালে সংশোধিত বিদ্যুৎ বিষয়ক মহা-পরিকল্পনাতে দেশে মোট ব্যবহৃত জ্বালানিতে কয়লার অংশ ২০১৬ সালের মাত্র এক শতাংশ থেকে ২০৩০ সাল নাগাদ ৪০ শতাংশে বৃদ্ধি করার লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করে। সে অনুযায়ী সরকার আমদানিকৃত কয়লাভিত্তিক বহুসংখ্যক বৃহদাকার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে। ফলে, এখন দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় ৩০ শতাংশ অব্যবহৃত থাকে এবং সেগুলোর অলস ক্যাপাসিটি চার্জ বাবদ সরকারকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়। পাশাপাশি, চড়াদামে ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করা হয়। উপরন্তু, ২০০৮ সালে গৃহীত জ্বালানী নীতিতে ২০২০ সালের মধ্যে দেশের মোট ব্যবহৃত জ্বালানিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ভাগ ১০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হলেও বাস্তবে তা এক শতাংশের কমে সীমাবদ্ধ থাকে। সুতরাং, সন্দেহ নেই যে, জ্বালানী খাতের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দেশের পরিবেশের সুরক্ষা উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই দেশের জ্বালানী ও বিদ্যুৎ খাতের নীতির মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন। পাশপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের নৈরাশ্যজনক অগ্রগতি দেখায় যে, ভাল নীতি গ্রহণই যথেষ্ট নয়, তা বাস্তবায়নের জন্য উপযোগী প্রতিষ্ঠানও প্রয়োজন। সুতরাং, জ্বালানী ও বিদ্যুৎ খাতেও নীতি এবং বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান উভয়েরই সংস্কারের প্রয়োজন।

দেশের নগরায়ন এবং পরিবহনের ক্ষেত্রেও আমরা নীতি এবং প্রতিষ্ঠান উভয়ের সংস্কারের তীব্র প্রয়োজন দেখি। দীর্ঘকাল যাবত বাপা, বেন, এবং অন্যান্য পরিবেশবাদী সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, ঢাকা শহরের বিভিন্ন সমস্যাবলী শুধুমাত্র ঢাকা-কেন্দ্রিক নীতিমালা ও পদক্ষেপের মাধ্যমে সমাধান করা যাবে না। বিগত দশকগুলোতে ঢাকা নগরের জনসংখ্যা অভ্যন্তরীণ বৃদ্ধির চেয়ে পাঁচগুণ বেশী হারে অভিগমনের কারণে স্ফীত হয়েছে। সুতরাং,

দেশব্যাপী সুষম উন্নয়ন, নগরায়ন, এবং ভৌতিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন না করে ঢাকা শহরের জন্য প্রণীত 'বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনায়' সুপারিশকৃত 'ফ্লোর-এরিয়া-রেশিও' সংক্ষপে 'ফার'-এর কিছু অদলবদল করে এই শহরের আবাসন ও পরিবহনের সমস্যাবলীর দীর্ঘমেয়াদী সমাধান করা যাবে না। জনঘনত্বের যেসব আকাংখার ভিত্তিতে এসব অনুপাত নির্ধারিত হচ্ছে সেসব আকাঙ্ক্ষা যে বাস্তবে পূরিত হবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? তা সত্ত্বেও কেন এত ঢাকা-কেন্দ্রিক উন্নয়ন প্রয়াস? কেন রাজউক 'ডেভেলপারের'র ভূমিকা বাদ দিয়ে স্পষ্টভাবে স্বীয় কর্মপরিধি শুধু 'নিয়ন্ত্রকে' সীমাবদ্ধ করতে পারছে না? অবস্থাদৃষ্টে পরিষ্কার যে, এক্ষেত্রেও নীতি ও প্রতিষ্ঠান উভয়েরই সংস্কার নিতান্ত প্রয়োজন।

উদাহরণের এই তালিকা দীর্ঘ না করেও নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, পরিবেশের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই নীতি ও প্রতিষ্ঠান উভয়েরই মোড় পরিবর্তনকারী সংস্কার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

সম্মেলনে আলোচ্য সুনির্দিষ্ট বিষয়সমূহ

পরিবেশ-সপক্ষ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, ও সংগঠনের সহযোগে বাপা-বেন'র আসন্ন সম্মেলনে পরিবেশ বিষয়ক নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা, সংস্কারের স্বরূপ, ও তা বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। সেলক্ষ্যে পরিবেশের যেসব ক্ষেত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হবে তার মধ্যে রয়েছে:

১) পানি উন্নয়ন (নদীনালা, খালবিল, হাওর-বাওর, দীঘি-পুকুর, ভূগর্ভস্থ)
২) জ্বালানী ও বিদ্যুৎ
৩) নগরায়ন ও ভৌত পরিকল্পনা, যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা
৪) কৃষি, মৃত্তিক ও খাদ্য দূষণ
৫) বায়ু, শব্দ ও পানি দূষণ, এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
৬) বন, পাহাড়, টিলা, ও জীব-বৈচিত্র রক্ষা
৭) উপকূল, বন্দর, ও সমুদ্র পরিবেশ সুরক্ষা
৮) অন্যান্য

প্রবন্ধ আহ্বান

সম্মলনে উপস্থাপনের জন্য উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ নিয়ে প্রবন্ধ আহ্বান করা হচ্ছে। প্রবন্ধ বাংলা এবং ইংরাজি উভয় ভাষাতেই হতে পারে। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সময়সূচী নিম্নরূপ:

ডিসেম্বর ১৫: **সার-সংক্ষেপ প্রেরণ**
ডিসেম্বর ২৫: **পূর্নাংগ প্রবন্ধ প্রেরণ**
ডিসেম্বর ৩১: **প্রবন্ধ উপস্থাপনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা**

প্রবন্ধ প্রেরণের ঠিকানা

বাংলাদেশস্থ লেখকদের প্রবন্ধ প্রেরণের ঠিকানা:

অধ্যাপক ড. এম. শহীদুল ইসলাম, আহ্বায়ক, বিশেষজ্ঞ অধিবেশন কমিটি: shahidul.geoenv@du.ac.bd

CC: bapa2000@gmail.com,

বিদেশে অবস্থিত লেখকদের প্রবন্ধ প্রেরণের ঠিকানা:

অধ্যাপক ড. মোঃ খালেকুজ্জামান, সহ-আহ্বায়ক, সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি: mkhalequ@commonwealthu.edu

সম্মেলনের জন্য যোগাযোগ ও সচিবালয়

সম্মেলনের জন্য যোগাযোগ:

আলমগীর কবির, সদস্য সচিব, সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি:

alamgir.bapa@gmail.com (ফোন: 01712-121221)

সম্মেলনের সচিবালয়:

বাপা কার্যালয়: রয়াল ইউনিক হাইটস, ফ্ল্যাট 1-B, প্লট 4/A, B, C সোবহানবাগ, ঢাকা ১২০৭

ইমেইল: bapa2000@gmail.com, মোবাইল: 01329725825, ফোন: 88-02-58152041

Website: www.bapa.org

সম্মেলনকে সফল করে তুলুন!

বরাবরের মতো বাংলাদেশের পরিবেশ-সপক্ষ প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, ও সংগঠনের সহযোগে বাপা ও বেন কর্তৃক আয়োজিত এবারের সম্মেলনও কোন সরকারি অনুদান বা বিদেশী দাতা সংস্থার আর্থিক আনুকূল্যের উপর নিরর্ভরশীল হবে না। ফলে এই সম্মেলন হবে স্বাধীন, সাহসী, এবং আত্মমর্যাদাশীল। এই সম্মেলনে দেশ এবং জনগণের স্বার্থে পরিবেশ সংক্রান্ত নীতি ও প্রতিষ্ঠানের পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসমূহ চিহ্নিত করা এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণ করা হবে। এই সম্মেলন থেকে দেশের রাজনৈতিক দলসমূহ আসন্ন নির্বাচনে স্বীয় ইশতেহারে পরিবেশ সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি নির্ধারণে মূল্যবান সুপারিশ পাবেন এবং তা দেশের পরিবেশের ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই প্রয়াসে দেশপ্রেমিক সকলের সহযোগিতা কাম্য। আসুন, সকলে মিলে এই সম্মেলন সফল করে তুলি!